অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান
উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিশিক্ষা ও গবেষণায় যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করছে বাকৃবি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ৬১ বছরের গৌরবময় পথপরিক্রমণ শেষে ১৮ আগস্ট ৬২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য পরম আনন্দ ও গৌরবের।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণে বাকৃবির কলেবর বর্তমানে বহুগুণে বেড়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে এর মর্যাদা ও সুখ্যাতি। গত ছয় দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষক ও গবেষকরা নিরলসভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ধারায় বাকৃবি আজ আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পর পর দুইবার প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ কৃষিবিজ্ঞানীদের অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েছেন। একই সঙ্গে পেশাগত পূর্ণতায় বিকশিত হয়ে দেশের কৃষি-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে করেছেন সমৃদ্ধ ও আলোকিত।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাকৃবি আধুনিক কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষকদের মধ্যে তা সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফলে দেশ আজ ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে অসামান্য সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। কৃষি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান এ সাফল্যগুলোর কৃতিত্ব এ দেশের কৃষক ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের– এটি আজ সর্বজন স্বীকৃত।

আমরা বিশ্বাস করি, পথিকৃৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে। বর্তমান সরকার সূচিত 'ভিশন-৪১' এবং ২১০০ সালের 'ডেল্টা প্ল্যান' বাস্তবায়নকল্পে কৃষিভিত্তিক এ দেশের কৃষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা, জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে কৃষকদের সঙ্গে বাকৃবির কৃতী অ্যালামনাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুত।